

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞ

ডা. মিনতি অধিকারী

মাতৃভাষার মাধ্যম ব্যতীত নেই শিক্ষার সম্পূর্ণতা। শিক্ষার সর্বজনীনতাও সম্ভব কেবলমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমেই। মাতৃভাষায় যেকোন বিষয়ে শিক্ষাদানের সফলতা নিঃসন্দেহে পতিপ্রতিপূর্ণ। একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষা মাতৃদুষ্কর মতোই পৃথিবীর, অজ্ঞ মানসে জ্ঞানের উদ্বোধনে মাতৃভাষাই শুধু উপযুক্ত কেন, সর্বশ্রেষ্ঠ কারিগর। বিষয় যতই পৃথক হোক, মাতৃভাষাই তার অন্তরঙ্গসঙ্গী শিক্ষাদাত্রী। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের মাতৃভাষা বাংলার মতো সমৃদ্ধ ভাষাকে পরিহার করে আমরা ইংরেজি ভাষাকে বিজ্ঞান শিক্ষা-সম্প্রদায়ী ভাষা সরবতীর সিংহাসনে অভিষিক্ত করেছি। বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষার সেই অভিশেক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মতো অপরিবর্তনীয়, তা স্বদেশী ও বিদেশী সকলের প্রচারে আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে আছে। এ দাস মনোবৃত্তির এক নির্লজ্জ প্রকাশ। বলা বাহুল্য তার ফলও আমাদের জীবনে শুভ হয়নি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'এক তো, ইংরেজি ভাষাটা অভিমানীয় বিজাতীয় ভাষা। শব্দ বিন্যাস পদ বিন্যাস সবকিছু আমাদের ভাষার সহিত তাহার কোন প্রকার মিল নাই। তাহার পরে আবার জব বিন্যাস এবং বিষয়-প্রসঙ্গও বিদেশী। আগাগোড়া কিছুতেই পরিচিত নহে, সুতরাং ধারণা জন্মাবার পূর্বেই মুগ্ধ আরম্ভ করিতে হয়।' অর্থাৎ আমাদের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষা-বাহিনী বিজ্ঞান শিক্ষা, যা প্রধানত মুগ্ধ জরসা, তার অধিকাংশেরই ঘটে বেদনাদায়ক অপচয়। মাতৃভাষা বাংলা বলেই বাঙালি সজ্ঞানকে নৌকাডুবির দও দেয়া হয় আংশিক শিক্ষার অভিশাপ দিয়ে। মহাভারতের জাগাহত কর্ণের মতো বিজ্ঞান শিক্ষা তাদের মনের মধ্যে থাকে জমাট বেঁধে, স্ববি অভিশাপে অধীত বিন্যাসকে প্রয়োগ করতে তারা অক্ষম। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মাতৃভাষাতেই বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন অংশে ঔপনিবেশিক শাসনমুক্ত স্বাধীন দেশসমূহে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার প্রচলন তেমন ব্যাপক নয়। ঔপনিবেশিক শাসকরা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনের সঙ্গে সম্মতি বজায় রেখেই বিজ্ঞানচর্চার সুযোগ ও সম্ভাবনার প্রসার ঘটিয়েছে। উপরন্তু তারা ঔপনিবেশে জনসাধারণের ভাষাকে বিজ্ঞানচর্চার অনুপযুক্ত বলে প্রচার করেছে। এর ফলে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়েছে এক ধরনের হীনমন্যতা বেধ। এমনকি বহু আবেদন-নিবেদন, আন্দোলন ও অনুরোধ-উপরোধের পর এখন এদেশে বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার কৃষ্টিত প্রচলন হলো তখন তাকে অষ্টপৃষ্ঠে ইংরেজি ভাষার লৌহ পেটিকায় বন্দি করে রাখা হলো। ঔপনিবেশিক শক্তির পতনের অর্ধশত বছর পরও স্বাধীন বাংলাদেশেও বিজ্ঞানচর্চাকে সে বন্দিত্ব থেকে মুক্তি দেয়া সম্ভব হয়নি। পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশে মাতৃভাষাচর্চায় যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়। 'স্পেশালাইজড' কোন বিদ্যালয়ে প্রবেশের পূর্বেই বিদ্যার্থীরা মাতৃভাষায় দক্ষতা অর্জন করে এবং তারপর বিশেষ যে বিদ্যাটি তারা অর্জনে প্রবৃত্ত হয় তারও চর্চা চলে মাতৃভাষার মাধ্যমে। এর ফলে তাদের জাতি যেমন সমৃদ্ধ

সুযোগ পায়, বিভিন্ন বিদ্যাচর্চারও তেমন সমৃদ্ধ উন্নতি ঘটে। এদেশে বিদ্যাচর্চায় মাতৃভাষা যথোচিত সম্মান পায় না বলেই আমাদের সাহিত্যে 'ভোজের আয়োজনটাই বড়। আমরা রস সৃষ্টির নামে সাহিত্যকে সংবাদ বানাই আর সংবাদকে বানাই সাহিত্য, কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারার সঙ্গে পরিচিতির অভাবে জাতি যে ক্রমশই পশু ও দুর্বল হয়ে পড়ছে, তা একবারের জন্যও ভেবে দেখি না।

উচ্চতর শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে বিদেশী ভাষায় লিখিত পুস্তক অধ্যয়ন করতে হয় বিদ্যায় সেই ভাষার সঙ্গে বিদ্যার্থীদের পরিচিতিটা অন্তরঙ্গ হতে দূরের কথা, ওপর-ওপরও হয় না। ফলে কাঠামো বাদ দিয়ে গড়লে মটির মূর্তিতে যেমন ফাটল ধরে, তাদের অধীত বিদ্যায়ও তেমন অনর্থক ক্রটি থেকে যায়। অন্যদিকে মাতৃভাষার সঙ্গে অন্তরঙ্গ-পরিচয় আমাদের প্রকাশ ক্ষমতা বাড়াতে অর্থাৎ অধীত বিষয়বস্তুর তত্ত্ব ও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে সাহায্য করে। এইচ.জি ওয়েলসের 'আউট লাইন অব ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি' বা উইল ডুরান্টের 'দ্য স্টোরি

ওভারসিয়ার অভাব: চার, বাংলা ভাষার প্রচার-সীমিত', অথচ বিজ্ঞান একটি আনু-বিষয়-কাজেই তার পঠন-পাঠন আন্তর্জাতিক ইংরেজি মাধ্যমেই অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা-বাহিনী শিক্ষার কোন ভবিষ্যৎ নেই। যুক্তিগতভাবে বলা যায় : এক, বিজ্ঞান বিষয়ে বাংলা-ক্ষমতার সীমা সূদূর প্রসারিত এবং বহু সহ-আধুনিক বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার সূত্রপাত বাংলা গদ্য সাহিত্যের আদিপর্বে, শ্রীরাম থেকে উইলিয়াম কেরি, মার্ম্যান প্রমু-অনুদিত নানা বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ প্রক-দিয়ে। কেরির পুত্র ফেলিকস কেরি 'বিদ্যাহারাবলী' চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ প্রবন্ধের কৃষকদের মধ্যে পানির জন-প্রসঙ্গে স্বরণীয়। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান: কিন্তু পানির অভাবে এ চারাও লো-যুগের পত্রপত্রিকাগুলোর জুমিকা যাচ্ছে। কিছু কিছু বীজতসার চারা তা-লক্ষণীয়, 'সমাচার চন্দ্রিকা', 'জ্ঞানকর্তাদের কোন নজর নেই 'বিজ্ঞান সেবধি' সে যুগে বিজ্ঞান আলো-জুমিকা গ্রহণ করেছিল। এছাড়া অক্ষয় সম্পাদিত 'ভদ্রবোধিনী' পত্রিকা উর্না-



বান্দরবানের আ- বনতি ॥ খুন, চুরির ঘ-

শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুষ্ক। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চায় সু-অভাব নেই। অভাব কেবল বাংলা ভাষার প্রতি বাঙালির শ্রদ্ধ-সহানুভূতির। কবিগুরু বড় আক্ষেপ করে বলেছিলেন- 'আমরা ব-স্বরাজ পাবার জন্য প্রাণপণ দুঃখ স্বীকার করি, কিন্তু শিক্ষার ক্ষে-পাবার উৎসাহ জাগেনি বললেই চলে।' স্বাধীনতা লাভের পর বা-বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে মাতৃভাষা প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু-নেয়া হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা-হয়েছে। আগামীকালে বিজ্ঞানকে গণমুখী করতে হলে চিকিৎসা-অন্যান্য উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান বিষয়ে গ্রন্থ রচনা প্র-

বান্দরবান থেকে সংবাদমাত্রা : দে-দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত পা-জঙ্গলার আইন-শুল্কলা পরিদপ্তর-আসে চরম অবনতি হয়েছে। -এ স-যুকশীল নেতাসহ খুন হয়েছে ৪ জ-হরণ ও চুরির ঘটনা বেড়েছে ত-কিন সময়ের চেয়ে বেশি। ক-চমতীয় বান্দরবান অবস্থানকা-কোরানি অপহরণ হয়ে-জনমনে চরম নিরাপত্তাহীনতা দে-

পরিচালিত 'অপারেশ-বঙ্গালি' চলাকালে এই পার্বত্য জেলাটি-ইন-শুল্কলা পরিদপ্তর নিয়ন্ত্রণে থাকলে-অভিযান সমাপ্ত হওয়ার পর সার্বি-অভিযান সমাপ্ত হওয়ার পর সার্বি-বলে স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযো-চুরি, অপহরণ ও চাঁদাবাজি-জনমনে চরম উৎকর্ষা বিরান

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারি জেলা সদরে-এন (অনিক) বড়দুর্ঘাত-জবাই করে হত্যা করে। তার-অনেক প্রতিবাদ, সমাবেশ-এখন পর্যন্ত পুলিশ এই হত্যাকাণ্ডের-উদঘাটন করতে পারেনি বলে-দীর্ঘ নেতৃত্বপূর্ণ অভিযোগ-বান্দরবানের সর্বস্তরের-বান্দরবানের সর্বস্তরের-ব্যানারে এক প্রতিবাদ-কে.এন বড়দুর্ঘাত

অফ ফিলোসফি' বা স্যার জেমস জিনসের 'দ্য মিসটেরিয়াস ইউনিভার্স' তার প্রমাণ। প্রসঙ্গত প্রশ্ন উঠতে পারে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা কতটা যায় কিনা, কারণ অধিকাংশ বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ তো ইংরেজি ভাষায় রচিত। প্রাচীন বিজ্ঞানে অক্ষর দেশসমূহ যেমন ইংল্যান্ড কিংবা আমেরিকাতে ইংরেজি মাতৃভাষা। সেহেতু এ ধারণা খুবই স্বাভাবিক: কিন্তু মনে রাখতে হবে আধুনিক বিজ্ঞানে যেমন চীন, জাপান, জার্মানি, রাশিয়া, ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি দেশ প্রযুক্তিবিদ্যায় যথেষ্ট অক্ষর। এইসব দেশে বিজ্ঞান শিক্ষাসহ যেকোন স্তরের বিদ্যা ও শিক্ষায় মাতৃভাষা অঙ্গগণ্য জুমিকা গ্রহণ করেছে। এইসব দেশে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চা সম্ভব হলে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার সমস্যা কোথায়? বর্তমান বাংলাদেশে উচ্চতম স্তরে বিশেষ করে চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান ও কৃষি বিজ্ঞান চর্চায় ইংরেজি মাধ্যমের স্থায়িত্ব রক্ষার অনুকূলে যেসব কুযুক্তি প্রদর্শিত হয় সেগুলো হলো : এক, বিজ্ঞান বিষয়ে বাংলার প্রকাশ ক্ষমতা অত্যন্ত নীন; দুই, বাংলায় বিজ্ঞান বিষয়ের উপযুক্ত পরিভাষিত শব্দের অভাব; তিন, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার উপযুক্ত

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চায় নবায়ন-করেছিল। এই পত্রিকা সর্বপ্রথম সম্প্রতি পরিচালিত 'অপারেশ-আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের কৌতূহল-নহাট' চলাকালে এই পার্বত্য জেলাটি-ইন-শুল্কলা পরিদপ্তর নিয়ন্ত্রণে থাকলে-অভিযান সমাপ্ত হওয়ার পর সার্বি-অভিযান সমাপ্ত হওয়ার পর সার্বি-বলে স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযো-চুরি, অপহরণ ও চাঁদাবাজি-জনমনে চরম উৎকর্ষা বিরান

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারি জেলা সদরে-এন (অনিক) বড়দুর্ঘাত-জবাই করে হত্যা করে। তার-অনেক প্রতিবাদ, সমাবেশ-এখন পর্যন্ত পুলিশ এই হত্যাকাণ্ডের-উদঘাটন করতে পারেনি বলে-দীর্ঘ নেতৃত্বপূর্ণ অভিযোগ-বান্দরবানের সর্বস্তরের-বান্দরবানের সর্বস্তরের-ব্যানারে এক প্রতিবাদ-কে.এন বড়দুর্ঘাত